OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 174 - 186
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সঞ্জীবচন্দ্রের ‘পালামৌ’ : কোল জনগোষ্ঠীর প্রাঞ্জল জীবনালেখ্য

মোসাঃ ফারজানা আক্তার
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: farzanaakhter839@gmail.com
0009-0007-7012-5617

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Sanjib Chandra Chattopadhyay, Palamau, Bengali literature, travel narrative, Kol community, indigenous, Chotanagpur, literary analysis, ethnographic perspective, festivals, Modernization.

Abstract

Sanjib Chandra Chattopadhyay's (1834–1889) travel narrative Palamau (1880–1883) stands as a unique ethnographic document in Bengali literature, portraying the life of the Kol community. Written in the late nineteenth century, the text depicts how the everyday existence of the Kol people is intricately interwoven with nature. Palamau remains a milestone in Bengali travel writing, vividly representing both the natural beauty of the Palamau district (present-day Jharkhand) and the multifaceted life of its indigenous inhabitants. During his official visit to Palamau, Chattopadhyay was deeply moved by the community's simplicity, industriousness, and their symbiotic relationship with the natural environment. In his portrayal, the Kols emerge as "children of nature," a vision encapsulated in his celebrated observation, "The wild are beautiful in the forest, just as children are in their mother's lap."

Despite its literary and stylistic significance, Palamau has seldom been examined through a comprehensive sociological or anthropological lens. This paper seeks to fill that gap by analyzing the narrative both literarily and ethnographically. It examines aspects of Kol life including physical appearance, festivals, marriage customs, humor, daily activities, social structures, occupations, patterns of economic exploitation under Hindustani moneylenders, and their relationship with the natural world. While Chattopadhyay's account is infused with romantic literary sensibilities, it simultaneously preserves the cultural identity of the Kols as a colonial-era ethnographic record. The text also reveals the inherent limitations of the colonial gaze, even as it serves as a valuable archive of indigenous culture.

Furthermore, this study contextualizes the historical and contemporary struggles of the Kol community, highlighting issues such as land dispossession, displacement, poverty, and cultural erosion. Comparative analysis enriches the discussion by situating Palamau alongside landmark Bengali novels that engage with specific indigenous communities— Mahasweta Devi's Aranyer Adhikar (Munda), Amiya Bhushan Majumdar's Mahishkurer Upakatha

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

(Baudiya and Rajbanshi), Tarashankar Bandyopadhyay's Hansuli Banker Upakatha (Kahar), Bibhutibhushan Bandyopadhyay's Aranyak (Santhal), and Advaita Mallabarman's Titas Ekti Nadir Naam (Malo).

Ultimately, the article underscores the need to preserve the cultural continuity of the Kol people while negotiating the pressures of modernization. By revisiting Palamau in both literary and ethnographic dimensions, the study invites readers and scholars to rethink the place and rights of the Kol community within the broader discourse of indigenous identity and survival in the present era.

Discussion

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হল সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পালামৌ* গ্রন্থের মাধ্যমে কোল জনগোষ্ঠীর জীবনালেখ্যকে সাহিত্যিক এবং নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা, যাতে তাদের ঐতিহ্য এবং বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলোকে তুলে ধরা যায়। এছাড়াও *পালামৌ* গ্রন্থে কোলদের বর্ণিত দিকগুলো (শারীরিক গঠন, উৎসব, বিবাহ, হাস্যরস ইত্যাদি) পর্যালোচনা করে সাহিত্যিক মূল্যায়ন করা। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে গ্রন্থটিকে একটি প্রারম্ভিক দলিল হিসেবে চিহ্নিত করা এবং ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করা। কোল আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ এবং রক্ষার প্রচেষ্টাগুলো আলোচনা করে সার্থকতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা। আদিবাসী রক্ষায় নতুন নীতি প্রণয়নের সুপারিশ প্রদান করা, যাতে তাদের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত হয়। এই উদ্দেশ্যগুলো কোল জনগোষ্ঠীর উপর জোর দেয়, যা আদিবাসী অধিকারের বিস্তৃত আলোচনায় সহায়ক হবে।

গবেষণা পদ্ধতি : এই গবেষণা মূলত গুণগত (Qualitative) পদ্ধতিতে পরিচালিত, যাতে সাহিত্যিক বিশ্লেষণ (Literary Analysis) এবং নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন (Anthropological Study) মিলিত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে *পালামৌ* গ্রন্থের টেক্সট ব্যবহার করা হয়েছে, যা বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থটির ছয় অধ্যায়ের থিম্যাটিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে কোলদের বর্ণনা থেকে থিম যেমন সাংস্কৃতিক সরলতা, প্রকৃতি-নির্ভরতা ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় উৎস হিসেবে অনলাইন নির্ভর অন্যান্য একাডেমিক নিবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে কোলদের বর্তমান অবস্থা এবং অধিকার রক্ষার সার্থকতা ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণে। বিশ্লেষণে ক্রিটিকাল থিওরি প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা এবং আদিবাসী অধিকারের ফ্রেমওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত। গবেষণাটি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সাইটেশন দিয়ে সমর্থিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টিশীল নিদর্শন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) *পালামৌ* (১৮৮০-১৮৮৩) কেবল ভূগোল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ নয় বরং এক গভীর মানবিক ও তাত্ত্বিক পাঠের আকরগ্রন্থ। *পালামৌ* সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পূর্ণ মৌলিক ও অভিনব সৃষ্টি। *পালামৌ* স্বল্পপরিসরে অনবদ্য, সরল এক ভ্রমণকাহিনি, যেখানে আধুনিকতার গতিময়তা নেই, বর্ণনার বাহুল্য নেই কিন্তু আছে প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপের এক দীপ্তি, যা এই ভ্রমণকাহিনিকে অনেকাংশে সার্থকতা দান করেছে। *পালামৌ* গ্রন্থে কোল জনগোষ্ঠীর চারটি প্রধান শাখা - উরাঙ, মুণ্ডা, খেরওয়ার এবং দোসাদ এর উল্লেখ রয়েছে, যাদের জীবন প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছেদ্য। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি রেনেসাঁসধর্মী, যেখানে স্বদেশপ্রেম এবং মানবিকতা প্রধান। তাঁর লেখার মধ্যে যে গভীরতা, কবিত্ব, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টি, বর্ণনাশক্তি, সাহিত্যদীপ্তি, নৈর্ব্যক্তিকতা এবং সর্বোপরি জীবনদর্শন রয়েছে তা প্রথম ভ্রমণকাহিনির লেখক হিসেবে বিস্ময়কর। প্রকৃত প্রতিভাশালী শিল্পীমন না হলে এত গভীরতা, ব্যঞ্জনা বা বাঙ্ময়তা কোনো লেখকের লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় না। *পালামৌ* কেবল একটি ভ্রমণকাহিনি নয় বরং তার সাথে জড়িত প্রকৃতির উপাদান এবং জীবসত্তারও পরিচায়ক। আদিম অরণ্য প্রকৃতি আর মাটির কাছাকাছি কিছু সহজ সরল মানুষ - দুইয়ে মিলে প্রাকৃত জীবনের পূর্ণ পরিচয় ভ্রমণকাহিনিটি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সঞ্জীবচন্দ্রের আগেও কেউ কেউ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছে বাংলা সাহিত্যে, কিন্তু সঞ্জীবের পালামৌর মতো এমন রমণীয়, কমনীয় তিলোত্তমা রূপে সেগুলো ধরা দেয়নি পাঠকের বাহুডোরে। শুধু সেই সময়ের পাঠকই নয়, আজকের পাঠকের কাছেও পালামৌ হৃতযৌবনা, রূপ-রস হারানো প্রাচীনা কেউ নয় বরং তার রূপসুধা সৌন্দর্য এখনো সমভাবে প্রস্ফুটিত, এখনো সমান আকর্ষণীয়া সে।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় *আরণ্যক*, *অরণ্যের অধিকার*, *মহিষকুড়ার উপকথা*, *তিতাস একটি নদীর নাম*, *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* প্রভৃতি উপন্যাসে আদিবাসী ও বিশেষ সম্প্রদায়ের বিবরণ থাকলেও, সাহিত্যিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে *পালামৌ* গ্রন্থের ছয়টি প্রবন্ধে এমন প্রাঞ্জলভাবে কোলদের বাস্তব দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে, যা শহুরে পাঠককে আদিবাসী জীবনের সাথে যুক্ত করেছে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে।

মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসে মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর কথা উঠে এসেছে, যেখানে বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উলগুলান বিদ্রোহের পটভূমি বর্ণিত। এই উপন্যাস মুণ্ডা আদিবাসী অধিকার এবং শোষণের লড়াইকে কেন্দ্র করে, যা *পালামৌ* গ্রন্থের কোলদের ওপর হিন্দুস্তানি মহাজনদের শোষণের সাথে মিলে যায়। অমিয়ভূষণ মজুমদারের *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসে বাউদিয়া এবং রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জীবন বর্ণিত; যেখানে প্রকৃতির সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব এবং আধুনিকতার প্রভাব দেখানো হয়েছে। এটি *পালামৌ'র* কোলদের প্রকৃতিপ্রেমের সাথে তুলনীয়, কিন্তু *মহিষকুড়ার উপকথা'তে* আধুনিকতার ধ্বংসাত্মক প্রভাব বেশি উল্লেখিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে কাহার জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা এবং আধুনিক জীবনের আগমনের প্রভাব বর্ণিত, যা কোলদের জাতিলোপ বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে মালো জনগোষ্ঠীর দরিদ্র জেলে জীবন এবং নদীর সাথে সম্পর্ক বর্ণিত, যা *পালামৌ*-তে কোলদের প্রকৃতির সাথে সম্পর্কের অনুরূপ, কিন্তু মালোদের জীবন আরও অর্থনৈতিক দুর্দশাময়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাসে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবন এবং অরণ্যের সৌন্দর্য বর্ণিত, যা *পালামৌ'র* প্রকৃতিবর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু *আরণ্যক* উপন্যাসে সাঁওতালদের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবন আরেকটু বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত। *পালামৌ* গ্রন্থের সাথে এ উপন্যাসগুলির তুলনায় দেখা যায় যে, সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনা ভ্রমণকাহিনির আকারে হলেও গ্রন্থটিতে নৃতাত্ত্বিক গভীরতা রয়েছে তীব্রভাবে, যা কোলদের জীবনকে প্রকৃতি, ঐতিহ্য, ঔপনিবেশিক শোষণ এবং উত্তরণের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করেছে। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস বিদ্রোহকেন্দ্রিক, তারাশঙ্করের উপন্যাস সামাজিক পরিবর্তনকেন্দ্রিক, অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসে আছে নদীকেন্দ্রিক দুর্দশা, বিভূতিভূষণের উপন্যাস অরণ্যকেন্দ্রিক সৌন্দর্য ও জাতিগত নিপীড়নের বহিঃপ্রকাশক, অমিয়ভূষণের রচনায় আধুনিকতা-প্রকৃতির দ্বন্দ্ব প্রকটিত। কিন্তু *পালামৌ* এসব গ্রন্থগুলির মধ্যে অনন্য, কারণ এটি ভ্রমণের মাধ্যমে আদিবাসী জীবনের স্বাভাবিকতা দেখিয়েছে। যা বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী ও অভিনব। এই তুলনা বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী বর্ণনার বৈচিত্র্যকে জীবন্তভাবে তুলে ধরে।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি-সূত্রেই তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বিহারের পালামৌ এলাকায় বিশেষ দায়িত্বে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দান করেন। কিন্তু পালামৌ-এর মতো বিজন বনে বসবাস করা তাঁর কাছে দুঃসহ মনে হওয়ায় তিনি দু-বছরের মধ্যেই ফিরে আসেন নিজ আবাসে। তবে পালামৌ-এর স্বল্পকালীন অবস্থিতির ঘটনা তাঁর চেতনায় এতো গভীরভাবে ছায়া ফেলে যে, অনেক বছর পর পালামৌতে কাটানো সে দু বছরের স্মৃতি নিয়ে লিখে ফেলেন তাঁর এই অসামান্য ভ্রমণকাহিনিটি। গ্রন্থটিতে তাঁর চাকরিজীবনে পালামৌর অভিজ্ঞতা ছাড়াও রয়েছে কিছু বিক্ষিপ্ত অধ্যায়। *পালামৌ* প্রথমেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ভ্রমণগ্রন্থটি সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনি *পালামৌ'র* সেরা অংশ কী? এই প্রশ্ন যদি কেউ করে, তবে নিঃসন্দেহে তার উত্তর হবে সঞ্জীবচন্দ্রের অকৃত্রিম সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি। শুধু যে প্রকৃতির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন এ গ্রন্থে অতীব মনোহর ভাবে, তা কিন্তু নয়; তাঁর বর্ণনায় উঠে এসেছে প্রাকৃত মানুষ, সেই সাথে তাদের জীবনপ্রণালীও। সেই সময়ে পালামৌতে বসবাস ছিলো কোল জাতির। স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁর অসাধারণ বর্ণনাপটুতা দিয়ে তুলে ধরেছেন এই জনগোষ্ঠীর জীবনের বহুমাত্রিক স্বর। গ্রন্থটিতে মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। তার মধ্যে দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রবন্ধে সরাসরি কোল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জনগোষ্ঠীর জীবনের বিবিধ বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়েই লেখক পালামৌ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে শুরু করেন, যেখানে কোল উপজাতির জীবনযাত্রা প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তারা পাহাড়, জঙ্গল এবং নদী-ঘেরা পরিবেশে বাস করে, যা তাদের জীবনধারাকে গঠন করেছে। কোল সম্প্রদায়ের মানুষের সরল জীবনযাত্রার প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তারা শহুরে জটিলতা থেকে দূরে, প্রকৃতির কাছাকাছি জীবনযাপন করে।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকোণ থেকে পালামৌতে বসবাসরত কোল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে শিল্পীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন লেখক। মানবিকতার প্রতি পক্ষপাত থেকে কোলদের সংগ্রামী জীবন ও তাদের ওপর ঔপনিবেশিক হিন্দুস্তানি মহাজনদের অত্যাচার ব্যথিত করেছে সঞ্জীবচন্দ্রকে। তিনি কোল জাতির বিলুপ্ত হবার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। কোল জাতির নৃতাত্ত্বিক দৈহিক গঠনগত বর্ণনা, উৎসব, বিবাহ প্রথা, কোল নারী, পুরুষ, শিশুর দায়িত্ব ও জীবনপ্রণালী, কোলদের দারিদ্র্যতা, হিন্দুস্তানি মহাজনদের শোষণ, খাদ্যাভ্যাস সবই তিনি ফুটিয়ে তুলেছে শাব্দিক রঙ-তুলিতে।

কোলরা প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড জাতিগোষ্ঠী। সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনা সাহিত্যিকভাবে রোমান্টিক, যেখানে কোলদের সরলতাকে প্রিমিটিভিজম বা আদিমতাবাদ দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু নৃতাত্ত্বিকভাবে এটি ঔপনিবেশিক যুগের শোষণের ইঙ্গিত দেয়। সাহিত্যিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে *পালামৌ* ভ্রমণকাহিনিটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত, যা লেখকের যাত্রা থেকে কোলদের জীবনের গভীর অন্বেষণ করে। সাহিত্যিক দৃষ্টিতে এটি ভ্রমণসাহিত্যের উদাহরণ, যেখানে প্রকৃতি এবং মানুষের সম্পর্ক রোমান্টিকভাবে চিত্রিত। নৃতাত্ত্বিকভাবে এটি প্রারম্ভিক কালচারাল অ্যানথ্রোপলজি, যা শহুরে পাঠককে আদিবাসী জীবনের প্রামাণ্য চিত্র প্রদান করে। একটি ছকের সাহায্যে *পালামৌ* ভ্রমণ কাহিনিটিতে কোল জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্রণের একটি সুপরিকল্পিত গ্রাফ তৈরি করা যায় –

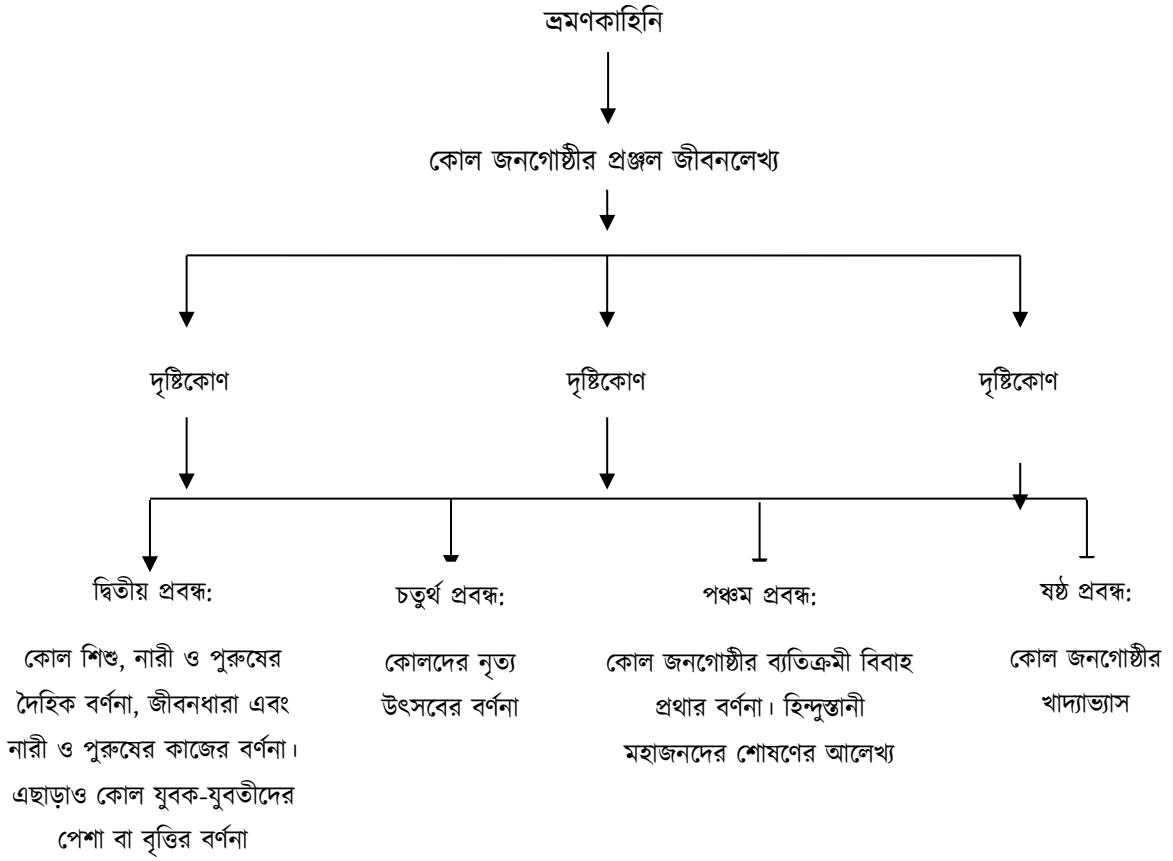

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কোলরা ভারতের একটি প্রাচীন আদিম জাতিগোষ্ঠী। ভারতের মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা অঞ্চলে এ জনগোষ্ঠীরা বাস করে। ঋগ্বেদে উল্লিখ আছে এ জাতির। এ জাতি ১৮৩১-৩২ এর কোল বিদ্রোহে ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। নৃতাত্ত্বিকভাবে *পালামৌ* গ্রন্থটি একটি ভ্রমণ দলিল, যা কোলদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোকে সংরক্ষণ করে। কিন্তু ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে (Colonial Gaze) গ্রন্থটিতে কোলদের 'অসভ্য' হিসেবে দেখা হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী কোলদের জনসংখ্যা মধ্যপ্রদেশেই ১০ লক্ষের বেশি। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে কোল জনগোষ্ঠীরা ভূমি হরণ, খনিজ উত্তোলনের কারণে বাস্তুচ্যুতি, দারিদ্র্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অভাব, যৌন হিংসা, ট্র্যাফিকিং প্রভৃতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। কোল জনগোষ্ঠীকে রক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে সরকার ও সচেতন জনগোষ্ঠী নানা ধরণের পদক্ষেপ নিচ্ছে। ভারতে কোল জনগোষ্ঠীকে অনুসূচিত জনজাতি (Scheduled Tribe) হিসেবে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় ফিফথ-সিক্সথ শিডিউল, ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট, পেসা অ্যাক্ট, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এসটি সাব-ক্লাসিফিকেশন, মহিলাদের উত্তরাধিকার অধিকার প্রভৃতি আইন প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১. পালামৌ গ্রন্থে বর্ণিত কোল জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ গ্রন্থে কোল জনগোষ্ঠীর জীবন ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সরাসরি এবং বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতিগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে এ জনগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন পাহাড়-জঙ্গলের কঠিন পরিবেশের সাথে অভিযোজিত। তাই পালামৌ গ্রন্থে কোল জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বর্ণনায় প্রকৃতি সংযুক্ততা, শারীরিক গঠন ও পরিবেশ অনুকূলতা - এ তিনটি বিষয়য়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। কোল জনগোষ্ঠীর উৎপত্তির প্রচলিত মিথ, দৈহিক গড়ন, কর্মক্ষমতা, নারী-পুরুষের কর্মবিভাজন প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়েছে এ ভ্রমণবৃত্তান্তের পঙ্‌ক্তিমালায়।

১.১ কোল পুরুষ, শিশু ও নারীর দৈহিক বর্ণনা : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *পালামৌ* ভ্রমণ কাহিনির প্রথম প্রবন্ধেই কোল উপজাতির শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাদের 'পাথুরে কালো' দেহ এবং প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক গঠনের কথা উল্লেখ করেন। বর্ণনায় প্রাকৃতিক সান্নিধ্যতায় গড়ে ওঠা কোলদের সৌন্দর্যের প্রতি লেখকের মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। কোলরা খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, তবে স্থানভেদে তাদের সৌন্দর্য উপলব্ধির পার্থক্য তৈরি হয়। কলকাতা সংলগ্ন চা বাগানে সঞ্জীবচন্দ্র কোল জনগোষ্ঠীর মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। সেখানে তাদেরকে নিতান্ত কুৎসিত ও খাপছাড়া মনে হলেও, পালামৌর পাহাড়ঘেরা সবুজ বনানীর প্রান্তরে তাদেরকে অরণ্যানীর মতোই রূপবান মনে হয়েছে তাঁর কাছে। লেখকের বর্ণনায়-

> "কোলেরা বন্য জাতি, খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না! সে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায় তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান, অন্তত আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।"[১]

এখানে কোলদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে 'বন্য' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা নৃতাত্ত্বিকভাবে তাদের প্রকৃতি-নির্ভর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক অভিযোজিত পরিচয়কে তুলে ধরে।

কোল শিশুদের দেহ ও অলঙ্কারবহুল সাজসজ্জা লেখককে মনে করিয়েছিল যেন তারা কৃষ্ণঠাকুরের প্রতিমূর্তি, যা প্রাচীন নৃতাত্ত্বিক কল্পনার সঙ্গে মিলে যায়।

> "পর্বতছায়ায় সে-প্রান্তর আরো রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখন দেখি নাই; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুকধুকীর পরিবর্তে এক-একখানি গোল আরশি; পরিধানে ধড়া, কর্ণে বনফুল; কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে, কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে, কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> লাগিল। যেরূপ স্থান, তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল; চারিদিকে কাল পাথর, পশুও পাথুরে; তাহাদের রাখালও সেইরূপ।"[২]

এই উদ্ধৃতি কোল বালকদের কৃষ্ণবর্ণ, খর্বাকৃতি এবং পরিবেশ-অনুকূল শারীরিক গঠনকে তুলে ধরে, যা তাদের বন্য ও স্বাধীন প্রকৃতিসংলগ্ন জীবনের সাথে যুক্ত।

কোল নারীদের পোশাক ও অলঙ্কারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে *পালামৌ* গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধে। কোল নারীরা সাধারণত সামান্য পোশাক পরে, যেমন অনাবৃত দেহে বনফুলের অলঙ্কার। তাদের মাথায় ও কানে বনপুষ্প এবং ওষ্ঠে হাসির বর্ণনা তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও আনন্দময় জীবনযাত্রাকে তুলে ধরেছে। কোল নারীদের দেহ বলিষ্ঠ, কর্মঠ এবং দীর্ঘায়ু পরিশ্রমের ফলে চিরযৌবনা থাকে। তাদের দেহাবয়ব, অলঙ্কার ও পোশাক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে যায়। নারীরা গৃহকর্ম, কৃষিকাজ ও অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে পুরুষদের চেয়ে সক্রিয়, যা কোল সমাজের লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা এবং জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরে। কোল নারীদের শারীরিক গঠন, পোশাক ও প্রকৃতির সান্নিধ্যযুক্ত সজ্জা নিয়ে লেখক লিখেছেন -

> "প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম... আমার পালকি দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মতো কালো, সকলেই যুবতী, সকলেরই কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ানো; সকলেরই কক্ষ, বক্ষ আবরণশূন্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুঁতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরশি ঝুলিতেছে; কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল।"[৩]

এই বর্ণনা কোল নারীদের বলিষ্ঠতা এবং প্রকৃতি-সংযুক্ত সাজসজ্জাকে তুলে ধরে, যা নৃতাত্ত্বিক ভাবে তাদের পরিবেশ-অনুকূল অলঙ্করণ এবং লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনকে নির্দেশ করে।

১.২ কোল নারী ও পুরুষের জীবনীশক্তি এবং কর্মবিভাজন : নৃতাত্ত্বিকভাবে কোল নারীরা বলিষ্ঠ, শ্রমশীল এবং পুরুষদের তুলনায় অধিক জীবনশক্তিসম্পন্ন। গ্রন্থটির চতুর্থ প্রবন্ধে 'দাড়ি' (পাতকুয়া) থেকে কোল রমণীদের পানি সংগ্রহের একটি জীবন্ত বর্ণনা রয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনায় -

> "কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতি অল্প, তাহারা অধিক বয়সী হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতিপরায়ণা না হইলে তাহারা লোলচর্মা হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য কৃষিকার্য সকল কার্যই তাহারা করে। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, কখনো কখনো চাটাই বুনে। আলস্যের জন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু চিরযৌবনা থাকে।"[৪]

এখানে কোলদের লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন (নারীরা শ্রমিক, পুরুষেরা গৃহস্থালী) নৃতাত্ত্বিকভাবে আদিবাসী সমাজের সমতা এবং পরিবেশ-অভিযোজনকে প্রতিফলিত করেছে। কোল নারী ও পুরুষদের জীবনীশক্তির তুলনামূলক বিবরণে লেখক আরো বলেন-

> "...তাহাদের স্ত্রীজাতিরাই বলিষ্ঠা ও আশ্চর্য কান্তিবিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠিতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই।"[৫]

এর মাধ্যমে কোল সমাজের লিঙ্গভিত্তিক শক্তি এবং স্বাস্থ্যগত বৈষম্য ফুটে ওঠেছে।

পালামৌ গ্রন্থে নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে কোল জনগোষ্ঠীর কেবল শারীরিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে না বরং কোলদের সামাজিক আচরণ, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা, প্রাচীন জীবনধারা ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের নৃতাত্ত্বিক প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে।

২. পালামৌ গ্রন্থে বর্ণিত কোল জনগোষ্ঠীর সমাজকাঠামো, প্রথা ও উৎসব : কোলদের সমাজকাঠামো সাম্প্রদায়িক এবং প্রকৃতি-নির্ভর। কোলসমাজ কাঠামোতে নারীদের শ্রম, অর্থনীতি এবং মর্যাদার দিক থেকে সমতা রয়েছে। কোল জনগোষ্ঠী তাদের খাদ্য, পোশাক, উৎসব এবং জীবনধারায় পুরোপুরি প্রকৃতি নির্ভর। কৃষি কাজের সাথে সাথে শিকার করা তাদের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বৃত্তি এবং সাহসিকতার পরিচায়ক। *পালামৌ* গ্রন্থে কোল জনগোষ্ঠীর মদ্যপান, বিবাহপ্রথা ও নৃত্য উৎসবের প্রাঞ্জল বর্ণনা রয়েছে।

২.১. মদ্যপানের রীতি : মদ্যপান (নিয়ন্ত্রিত) কোল জনগোষ্ঠীর একটি স্বীকৃত সামাজিক প্রথা ও রীতি। কোলরা প্রধানত মৌয়া (মহুয়া) ফুল দ্বারা মদ প্রস্তুত করে। গ্রন্থটির ষষ্ঠ প্রবন্ধে মৌয়া (মহুয়া) ফুল দিয়ে মদ প্রস্তুত এবং বিদেশি মদের সাথে এই মদের একটি চমৎকার তুলনার চিত্র রয়েছে। অর্থনীতি ও কর্মে নারী প্রাধান্যের কারণে কোল নারীরাও পুরুষের সমান মদ্যপানের অধিকার লাভ করে। অধিকাংশ কোল নারী মদ্যপান করলেও কোল পুরুষদের তুলনায় তারা কম মদ্যপ হয়। লেখকের বর্ণনায় -

> "...কিন্তু কখনো স্ত্রীলোকদের মাতাল হইতে দেখি নাই, অথচ তাহারা পানকুণ্ঠ নহে। তাহাদের মদের মাদকতা নাই, এ-কথাও বলিতে পারি না। সেই মদ পুরুষেরা খাইয়া সর্বদা মাতাল হইয়া থাকে।"[৬]

লেখক পথশ্রান্ত কোল নারীদের মদের ভাঁটিতে মদ্যপান করতে দেখেছেন। এমনকি তাদের মদ্যপানের একটি স্বতন্ত্র রীতিও রয়েছে। কোল যুবতীরা জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে উপবেশন করে দুই হাত দিয়ে শালপাতার পাত্র ধরে মদ্যপান করে। এ রীতি লেখক সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মাঝেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অর্থাৎ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রথাগত সাদৃশ্যও এ গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

২.২. বিবাহের রীতি : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পালামৌ* গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধে কোল জনগোষ্ঠীর বিবাহ প্রথা অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে কোল জনগোষ্ঠীর চারটি প্রধান শাখা (উরাঙ, মুণ্ডা, খেরওয়ার এবং দোসাদ) এর মধ্যে কন্যা হরণের মাধ্যমে উরাঙ জাতির 'আসুরিক বিবাহ' প্রথার উৎসবময়তা, রীতি, অর্থনৈতিক ব্যয় এবং হিন্দুস্তানী মহাজনদের দ্বারা শোষণের কথা উঠে এসেছে। লেখক এই প্রথাকে অন্যান্য সমাজের বিবাহের সাথে তুলনা করে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন।

প্রবন্ধে বর্ণিত 'আসুরিক বিবাহ' (কন্যা হরণ) কোল জনগোষ্ঠীর উরাঙ শাখায় প্রচলিত, যা Clan exogamy এবং Tribal endogamy অনুসরণ করে। এই প্রথায় যুবক-যুবতীরা 'ডিপো' (যৌথ ঘর) থেকে পরিচয় শুরু করে, যা নৃত্য, গান এবং ঠাট্টার মাধ্যমে প্রণয়ে পরিণত হয়, তারপর কন্যা হরণ এবং প্রতীকী যুদ্ধ। গবেষণায় দেখা যায়, এটি ভারতের অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ে যেমন - নাগা, হো, ভিল, গন্ড প্রভৃতি গোষ্ঠীতে প্রচলিত, যা 'Marriage by Capture' নামে পরিচিত। ওরাও এবং মুন্ডা জাতিতে এই প্রথা 'বেনজা' বা 'ধুকু' বিবাহপ্রথার সাথে যুক্ত, যা লিভ-ইন রিলেশনশিপের মতো, কিন্তু সমাজ-স্বীকৃত।

কোলজাতি বসবাসরত গ্রামগুলিতে একটি করে বড় ঘর বা ডিপো থাকে। কোল রমণীরা বিবাহযোগ্য হলে পিতৃগৃহে তারা আর রাতযাপন করতে পারে না। ঐ ঘরে বিবাহযোগ্য সকল রমণীরা রাত্রিযাপন শুরু করে। এবং ঘরের কাছে কোল যুবকরা এসে কেউ নাচে, কেউ গায়, কেউ রসিকতা করে। কোল যুবতীরাও তাদের সে কার্যকলাপের উপর্যুপরি উত্তর দেয়। এবং এরকম বাক্‌চাতুরী থেকে কোল যুবক-যুবতীরা একে অপরকে মনোনীত করে। লেখকের ভাষায় আসুরিক বিবাহ প্রথার প্রারম্ভিক বর্ণনা -

> "তাহাদের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর থাকে। সেই ঘরে সন্ধ্যার পর একে একে গ্রামের সমুদয় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহযোগ্য হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে রাত্রিযাপন করিতে পায় না। সকলে উপস্থিত শয়ন করিলে গ্রামের অবিবাহিত যুবারা ক্রমে ক্রমে সকলে সেই ঘরের নিকটে আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করে, কেহ গীত গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহবা রহস্য করে। যে কুমারীর বিবাহের সময় হয় নাই, সে অবাধে নিদ্রা যায়। কিন্তু যাহাদের সময় উপস্থিত, তাহারা বসন্তকালের পক্ষিণীর ন্যায় অনিমেষলোচনে সেই নৃত্য দেখিতে থাকে, একাগ্রচিত্তে সেই গীত শুনিতে থাকে। হয়তো থাকিতে না-পারিয়া শেষে ঠাট্টার উত্তর দেয়, কেহবা গালি পর্যন্ত দেয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> গালি আর ঠাট্টা উভয়ে প্রভেদ অল্প, বিশেষ যুবতীর মুখ বিনির্গত হইলে যুবার কর্ণে উভয়ই সুধাবর্ষণ করে। কুমারীরা গালি আরম্ভ করিলে কুমারেরা আনন্দে মাতিয়া উঠে।"[৭]

এরকম বাকচাতুরী থেকেই কোল যুবক-যুবতীরা একে অপরের জন্য মনোনীত হয়। এবং বিষয়টি সমস্ত গ্রামজুড়ে রাষ্ট্র হয়ে যায়। এসব কথা শুনে কোল রমণীর পিতৃকুল সাবধান হয়ে যায়। কোনো একদিন কোল যুবতীর পানি আনতে যাওয়ার সময় কোল যুবকের দ্বারা তার অপহরণ চেষ্টা ঘটে। তবে এসব রীতি। সদিচ্ছায় ঘটে সব। কন্যা অপহরণ প্রাক্কালে কোল যুবতীর চিৎকার শুনে ছুটে আসে কন্যার পিতৃকুলের লোকজন। একটা সাজানো সংঘর্ষ ঘটে। পরে ঐ যুবক-যুবতীর বিয়ে দেয়া হয়।

লেখক এই প্রথাকে বাঙালিদের বিবাহ প্রথায় (স্ত্রী-আচারে মারপিট) রীতি, হিন্দুস্তানিদের (গালাগালি) রীতি এবং ইংরেজদের (জুতাবৃষ্টি) রীতির সাথে তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, এটি প্রাচীন বিশ্বব্যাপী প্রথার অবশেষ। এটি নিশ্চিত হয় যে, কন্যা হরণ প্রথা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে 'আসুরিক' বলে বর্ণিত, যা আদিবাসী সমাজে সামাজিক সমতা এবং যৌথত্বের প্রতীক। তবে আধুনিক গবেষণায় এটিকে জেন্ডার অসমতার সাথে যুক্ত করা হয়, যেখানে নারীর সম্মতি প্রতীকী হলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজ-নিয়ন্ত্রিত।

ভ্রমণ কাহিনিটিতে বিবাহকে কোলদের সবচেয়ে বড় উৎসব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর ব্যয়ের জন্য হিন্দুস্তানি মহাজনের থেকে ঋণ নেওয়া দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়। লেখক এটিকে ঔপনিবেশিক 'সভ্যতা'র ফল বলে সমালোচনা করেছেন, যা কোল সমাজকে অন্নাভাব এবং ঋণের ফাঁদে ফেলে। গবেষণায় দেখা যায়, ১৯শ শতাব্দীতে পালামৌ অঞ্চলে ব্রিটিশ ল্যান্ড রেভেনিউ সিস্টেম (পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট, ১৭৯৩) কোলদের জমি হরণ করে, যা মহাজন এবং জমিদারদের দ্বারা শোষণ বাড়ায়। এটি কোল বিদ্রোহের (১৮৩১-৩২) অন্যতম কারণ, যা শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের উদাহরণ। সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনায় 'সামকনামা' বা 'দাসখত' কলোনিয়াল ইন্ডিয়ায় ট্রাইবাল ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশনের প্রামাণ্য দস্তাবেজ, যা আধুনিক গবেষণায় 'বন্ডেড লেবার' হিসেবে চিহ্নিত।

পালামৌ'র এই প্রবন্ধ কোল বিবাহকে একটি সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে তুলে ধরলেও, এটি ঔপনিবেশিক শোষণের সমালোচনা করে আদিবাসী সমাজের দুর্বলতা প্রকাশ করে। গবেষণামূলক দৃষ্টিতে, এটি ট্রাইবাল ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে সংঘর্ষকে তুলে ধরে, যা ভারতীয় আদিবাসী অধ্যয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজ।

২.৩. নৃত্য উৎসব : কোল সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনে আনন্দ ও চাঞ্চল্যের উপস্থিতি লক্ষণীয়। *পালামৌ* গ্রন্থে লেখক তাদের 'আহ্লাদে পরিপূর্ণ' এবং 'চঞ্চল' হিসেবে বর্ণনা করেন, যা তাদের জীবনের প্রতি উৎসাহ ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকার প্রতিফলন। কোল জনগোষ্ঠীর আনন্দের একটি প্রধান উপকরণ তাদের নৃত্যোৎসব। কোল জাতির মতো আদিবাসী উৎসবগুলি, যেমন সরহুল বা করম, শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয় বরং তাদের সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই উৎসবগুলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, ভাষা, পরিবেশ-সচেতনতা এবং সামাজিক বন্ধনকে রক্ষা করে, যা আধুনিকীকরণ এবং বিশ্বায়নের চাপে বর্তমানে হুমকির মুখে।

কোলদের নৃত্য উৎসবের প্রধান উপকরণ কোল নারী। কোল সমাজে নারীদের কায়িক পরিশ্রম ও মর্যাদার কারণে তারা অধিকাংশ সময়েই উৎফুল্ল থাকে। লেখকের ভাষায় -

> "কোলের যুবতীরা যত হাসে, যত নাচে, বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না; আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশ পারে না।"[৮]

পালামৌ গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধে কোল নারীদের নৃত্যের একটি অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে। লেখক বর্ণনা করেন কীভাবে কোল যুবতীরা হাত ধরাধরি করে অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখায় দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে। তাদের নৃত্যে একটি আদিম, উদ্দাম ও উৎসাহী চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, যা লেখক 'দেহের কোলাহল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই নৃত্য তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রতীক।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গ্রন্থটির চতুর্থ প্রবন্ধে কোল যুবক-যুবতীদের নৃত্যের বর্ণনা দিয়েছেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পানি আনতে যাবার সময়ে লেখকের সাথে পথে দেখা হয় কোল কন্যাদের। তারা সঞ্জীবচন্দ্রকে রাতে নাচ দেখতে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। সন্ধ্যার পর নাচ দেখতে যান লেখক। প্রথমেই লেখক নৃত্যের আয়োজনে কোল যুবকদের বর্ণনা দেন। কোল যুবকরা প্রত্যেকেই বাদ্যযন্ত্র এনেছে। কেউ এনেছে মাদল, কেউবা লম্বা লাঠি। কেউই শূন্য হাতে আসেনি। কোল যুবতীদের মতো কোল যুবকরাও খানিকটা লম্বা চুল রাখে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোল যুবকদের খোঁপা বাঁধা এবং তাতে চিরুনি সাজানোর উল্লেখ রয়েছে। নাচ শুরু হবার পূর্বে যুবক-যুবতীরা পরস্পর হাস্য-পরিহাস করে নিজেদের মনোজাগতিক বন্ধনকে দৃঢ় করে নিয়েছিল। যুবক ছিলো মাত্র দশ-বারোজন আর যুবতী প্রায় চল্লিশজন। স্বভাবতই কোল যুবতীদের কাছে হাস্য-পরিহাসের প্রতিযোগিতায় হেরে যায় কোল যুবকরা। হাস্য-পরিহাস শেষ হলে কোল যুবক-যুবতীরা নৃত্যের উদ্যোগ শুরু করে। সকলে হাত ধরাধরি করে 'অর্ধচন্দ্রাকৃতি' রেখাবিন্যাসে দাঁড়ায়। তাদের সামনে কোল যুবকরা দাঁড়িয়ে এবং পেছনে বৃদ্ধ ও লেখক নিজে। কোল নারীদের নৃত্যের সে অপূর্ব ভঙ্গিমা ধরা পড়ে লেখকের সূক্ষ্ম বর্ণনাশৈলীতে -

> "দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম-উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কালো; সকলেরই অনাবৃত দেহ, সকলের সেই অনাবৃত বক্ষে আরশির ধুক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে এক-একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।"[৯]

নাচ শুরু হলে একজন বৃদ্ধ মঞ্চে উঠে কম্পিতকণ্ঠে একটি গীতের 'মহড়া' শুরু করে, যুবকরাও উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে এবং নাচতে নাচতেই যুবতীরা তীব্র তানে 'ধুয়া' ধরে। যুবতীদের সে সুরের ঢেউ ছড়িয়ে যায় পাহাড়ময়। তালে তালে পা ফেলে নাচে কোল যুবতীরা, অথচ কেউ চলে না, টলে না, দোলে না। এক অদ্ভুত বিস্ময়কর জীবন্ত চিত্ররূপময় বর্ণনা দিয়েছেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোল জনগোষ্ঠীর নৃত্য উৎসবের। লেখকের বর্ণনা আমাদের কল্পনার চোখের সীমাকে লাগামছাড়া করে ফেলে। লেখকের বর্ণনায় -

> "যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেইসঙ্গে উঠিতেছে নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটি-একটি ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল নিকটে, দুই-তিন স্থানে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্তকীদের বর্ণ আরো কালো দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে একবার 'চিতিয়া' পড়িতেছে, আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।"[১০]

পালামৌ গ্রন্থে বর্ণিত নৃত্যটি সম্ভবত কোল জাতির *ঝুমুর* নৃত্যের সঙ্গে মিলে যায়, যা কোলদের জনপ্রিয় লোকনৃত্য। এছাড়া, পালামৌ অঞ্চলে কোলদের উৎসব যেমন 'সরহুল' বা 'করম' উৎসবেও অনুরূপ নৃত্য রয়েছে, যা বসন্তের শুরু বা প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধন উদযাপন করে। সরহুল উৎসবে গান-নাচের মাধ্যমে দেব-দেবীদের প্রার্থনা করা হয় এবং করম উৎসবে যুবক-যুবতীরা দলবেঁধে নাচেন। আদিবাসী উৎসবগুলি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান, নৃত্য এবং গানের মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করে, নতুন সম্পদ তৈরি করে এবং লোকেদের অংশগ্রহণ ঘটায়। কোলদের ঝুমুর বা সরহুল নৃত্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তর হয়, যা তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়কে রক্ষা করে।

২.৪. উৎসবে কোল যুবক-যুবতীদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া : কোল যুবক-যুবতীদের মধ্যে হাস্য-উপহাসের মাধ্যমে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া দেখা যায়। লেখক উল্লেখ করেন, যুবকেরা যুবতীদের প্রতি উপহাস করলেও, যুবতীদের হাসি ও নৃত্যে তারা পরাজিত হয়, যা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাভাবিক ও আনন্দময় সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। লেখকের ভাষায় -

> "এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ-বারোটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলন্ডের পল্টন ঠকে।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২.৫. পালামৌ ভ্রমণকাহিনিটিতে বর্ণিত কোল জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস : কোলদের অন্যতম প্রধান খাদ্য হিসেবে মৌয়া (মহুয়া) ফুলের উল্লেখ রয়েছে। বর্ষাকালে তারা দু-তিন মাস অবধি এ ফুল খেয়ে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু লেখকের ভাষ্যমতে পালামৌতে মহুয়া গাছ নেই। এমনকি কাজ শেষে পয়সার বিনিময়ে মহুয়া ফুল পেলেই তারা বেশ খুশি। মহুয়া ফুলের মদও কোলদের কাছে অন্যতম উপাদেয় পানীয়।

৩. পালামৌ গ্রন্থে বর্ণিত ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকেণ থেকে কোল জনগোষ্ঠীর জাতিগত অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হবার কারণ অনুসন্ধান : নৃতাত্ত্বিকভাবে কোলরা একটি ক্ষয়িষ্ণু জাতিগোষ্ঠী, যাদের অর্থনীতি বনজীবী এবং ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার। লেখক লিখেছেন -

> "আমার বোধহয় কোলজাতির ক্ষয় ধরিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনীশক্তি যেরূপ কমিয়া যায়, জাতিবিশেষেরও জীবনীশক্তি সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। মনুষ্যের মৃত্যু আছে, জাতিরও লোপ আছে।"[১২]

এই উদ্ধৃতি কোলদের জাতিলোপের আশঙ্কাকে তুলে ধরে, যা নৃতাত্ত্বিকভাবে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ক্ষয়কে নির্দেশ করে। লেখক অসুর জাতির লোপের সাথে তুলনা করে বলেন -

> "পরাজিত অসুরগণ ভালো ভালো স্থান আর্যদের ছাড়িয়া দিয়া আপনারা দুর্গম পাহাড় পর্বতে গিয়া বাসস্থাপন করে। অদ্যাবধি সেই পাহাড় পর্বতে তাহারা আছে, কিন্তু আর তাহাদের বলবীর্য নাই।"[১৩]

এটি কোলদের অর্থনৈতিক দুর্দশা (ভূমি হরণ, শোষণ) এবং জাতিলোপের নৃতাত্ত্বিক কারণকে বিশ্লেষণ করে। পাহাড় ও জঙ্গলে আদিম জীবনসংলগ্ন পরিবেশে কোলদের বসবাস। অন্যদিকে, ইংরেজ ও আধুনিক সাহেবদের সংস্পর্শে তাদের জাতিগত ক্ষয় বা অবক্ষয় লক্ষ করা যায়। কোল জনগোষ্ঠীর অবক্ষয়ের প্রধান কারণ হিসেবে 'সাহেবদের সংস্পর্শ দোষ'কে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য যেসব দেশেই সাহেবরা গিয়েছে, সেখানের আদিমবাসীরা ক্রমে লোপ পেয়েছে। তিনি রেড ইন্ডিয়ান, নাটিক ইন্ডিয়ান, নিউজিলান্ডার, তাস্মানীয় প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর তুলনামূলক বর্ণনা করেছেন। লেখকের ভাষায় -

> "মারকিন ও অন্যান্য দেশে যেখানে সাহেবরা গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, যেখানকার আদিমবাসীরা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ কিছুই অনুভব হয় না।... কেহ কেহ বলেন যে, সাহেবদের সংস্পর্শে দোষ আছে। প্রধান জাতির সংস্পর্শে আসিলে সামান্য জাতিরা অবশ্য কতকটা উদ্যমভঙ্গ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।"[১৪]

প্রধান জাতির সংস্পর্শ বলতে মূলত অরণ্য পরিবেশের স্থলে ঔপনিবেশিক পরিবেশগত চাপ এবং সংকরায়ণে আদিম জনগোষ্ঠীর জেনেটিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

কোল জাতির অবক্ষয় বা লোপের এই কারণ ছাড়াও সবচাইতে বড় কারণ হল অর্থনৈতিক উপনিবেশ। গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধে কোল জনগোষ্ঠীর বিবাহ প্রথার বর্ণনা প্রধান হলেও, এতে হিন্দুস্তানি মহাজনদের দ্বারা কোলদের অর্থনৈতিক শোষণের একটি তীব্র সমালোচনা উঠে এসেছে। লেখক এই শোষণকে ঔপনিবেশিক 'সভ্যতা'র ফল হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যা কোলসমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করে দাসত্বের ফাঁদে ফেলে। এই অংশে বিবাহের ব্যয়কে কেন্দ্র করে মহাজনী ঋণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা অর্থনৈতিক উপনিবেশের (Economic Colonization) একটি উদাহরণ।

প্রবন্ধে লেখক বর্ণনা করেছেন যে, কোলদের বিবাহ সবচেয়ে বড় উৎসব। কিন্তু এর ব্যয় ৮ থেকে ১০ টাকা, এমনকি কখনো ১৫ টাকা পর্যন্ত হয়, যা বাঙালির জন্য ঐ সময়ে অতি সামান্য হলেও কোল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বাইরে ছিল। ফলে তারা হিন্দুস্তানি মহাজনদের থেকে ঋণ নেয়, যা তাদের চিরকালীন দাসত্বে পরিণত হয়। লেখকের ভাষায়-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "এই হিন্দুস্তানিরা মহাজন কি মহাপিশাচ সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদের নিকট একবার কর্জ করিলে আর উদ্ধার নাই। যে একবার পাঁচ টাকা মাত্র কর্জ করিল সে সেইদিন হইতে আপন গৃহে আর কিছুই লইয়া যাইতে পাইবে না, যাহা উপার্জন করিবে তাহা মহাজনকে আনিয়া দিতে হইবে। খাতকের ভূমিতে দুই মণ কার্পাস, কি চারি মণ যব জন্মিয়াছে, মহাজনের গৃহে তাহা আনিতে হইবে; তিনি তাহা ওজন করিবেন, পরীক্ষা করিবেন, কত কী করিবেন, শেষে হিসাব করিয়া বলিবেন যে আসল পাঁচ টাকার মধ্যে এই কার্পাসে কেবল এক টাকা শোধ গেল, আর চারি টাকা বাকি থাকিল। খাতক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিবার খায় কী? চাষে যাহা জন্মিয়াছিল, মহাজন তাহা সমুদয় লইল।"[১৫]

মহাজনরা কোলদের ফসল, উপার্জন সব লুট করে নেন, এবং 'সামকনামা' (দাসখত) দিয়ে তাদের গোলাম বানান। কোলরা না জানায়, তারা অন্ধ বিশ্বাসে এই ফাঁদে পড়ে, ফলে পরিবার অন্নাভাবে লুপ্ত হয়। একমাত্র উপায় পলায়ন। লেখক এটিকে ঔপনিবেশিক 'সভ্যতা'র অনিষ্ট হিসেবে দেখেন -

> "যদি হিন্দুস্তানি সভ্যতা তথায় প্রবিষ্ট না হইত তাহা হইলে অদ্যাপি কোলের মধ্যে ঋণের প্রথা উৎপত্তি হইত না। ঋণের সময় হয় নাই। ঋণ উন্নত সমাজের সৃষ্টি।"[১৬]

কোলদের বিবাহপ্রথা পূর্বে খুব সাধারণ ছিল এবং হিন্দুস্তানি মহাজনদের বসবাসের পূর্বে কোলদের এত অন্নাভাব ছিল না। এই বর্ণনা কোলদের স্বাভাবিক সমাজকে 'যেখানে ঋণের প্রয়োজন ছিল না' বনাম ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 'মহাজনী শোষণে'র মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষকে উপস্থাপন করে। লেখক ইহুদি মহাজনদের ইংল্যান্ডে শোষণের সাথে তুলনা করে এটিকে বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক নিপীড়নের অংশ বলে চিহ্নিত করেন।

পালামৌ ভ্রমণকাহিনিতে বর্ণিত কোল জনগোষ্ঠীর প্রতি হিন্দুস্তানী মহাজনদের এই ঋণের ফাঁদ ঔপনিবেশিক ভারতে আদিবাসী শোষণের প্রামাণ্য চিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ল্যান্ড রেভেনিউ সিস্টেম কোলদের জমি হরণ করে, যা মহাজন এবং জমিদারদের দ্বারা অর্থনৈতিক শোষণ বাড়ায়। পালামৌ অঞ্চলে হিন্দুস্তানি মহাজনরা (প্রধানত মারওয়াড়ি বা বিহারী ব্যবসায়ীরা) ব্রিটিশ নীতির সুবিধা নিয়ে কোলদের ঋণ দিয়ে দাসত্বে বেঁধে রাখতেন, যা 'বন্ডেড লেবার' হিসেবে পরিচিত। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক উপনিবেশের ফলে কোলরা জঙ্গল সংস্থান থেকে বঞ্চিত হয়ে মহাজনী ফাঁদে পড়েন। গবেষকরা বলেন, এটি 'মেইনস্ট্রিম কাস্ট সোসাইটি'র দ্বারা আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ধ্বংসের গল্প। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই শোষণকে 'সভ্যতা'র নামে 'কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়া' বলে সমালোচনা করেন, যা আধুনিক আদিবাসী অধ্যয়নে ইন্টিগ্রেশনের সমস্যা হিসেবে বিশ্লেষিত।

পালামৌ গ্রন্থের নিবিড় পাঠে অনুধাবন করতে পারি, ভ্রমণকাহিনিটিতে সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনা আদিমতার নস্টালজিয়ার মাধ্যমে আধুনিক শহুরে জীবনের বিপরীতে একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করে, যা বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ভ্রমণকাহিনিটি কোল আদিবাসী বর্ণনে সমৃদ্ধ কারণ এটি কোলদের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, এবং সামাজিক জীবনের প্রাণবন্ত চিত্র অঙ্কন করে। লেখক স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক জীবনধারা, শোষিত হওয়া এবং প্রকৃতির সাথে সম্পর্কের একটি প্রাণবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে, ব্যর্থতা রয়েছে লেখকের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঔপনিবেশিক শোষণের গভীর বিশ্লেষণের অভাবে। সঞ্জীবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি মানবিকতায় ভরপুর হলেও রোমান্টিকাইজেশন এবং ঔপনিবেশিক প্রভাবে সীমাবদ্ধ। তিনি কোলদের 'বন্য' এবং 'সুন্দর' হিসেবে রোমান্টিকাইজ করেছেন, কিন্তু শোষণের মূল কারণ 'কলোনিয়াল অর্থনীতি' এবং 'সাম্রাজ্যবাদ'- এর গভীর ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেননি। গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী জীবনের একটি ঐতিহাসিক দলিল, যা আরও গভীর নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নের জন্য প্রেরণা যোগায়।

পালামৌ'তে সঞ্জীবচন্দ্র কোল উপজাতির জীবনযাত্রাকে একটি সহৃদয় ও রসবোধ সম্পন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। তাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় তাঁর বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই বইটি শুধু একটি ভ্রমণকাহিনি নয় বরং কোল উপজাতির জীবনধারার একটি নৃবিজ্ঞানমূলক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও সাহিত্যিক দলিল, যা বাংলা সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত। *পালামৌ* এর সাহিত্যিক সার্থকতা কোল জীবন চিত্রণে, কিন্তু ব্যর্থতা ঔপনিবেশিক bias-এ। *পালামৌ* কোলদের প্রাঞ্জল আলেখ্য প্রদান করে, যা কোল জনগোষ্ঠীর জীবন অধ্যয়নে সাহিত্যিক ও নৃতাত্ত্বিক উভয় দিক থেকেই অতীব মূল্যবান।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র, প্রথম সংস্করণ ২০১৫, *পালামৌ*, মাটিগন্ধা প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ৪১
২. তদেব, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ৪০-৪১
৩. তদেব, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ৪১
৪. তদেব, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ৪২
৫. তদেব, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ৪২
৬. তদেব, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ৪২
৭. তদেব, পঞ্চম প্রবন্ধ, পৃ. ৫৭
৮. তদেব, চতুর্থ প্রবন্ধ, পৃ. ৫৪
৯. তদেব, চতুর্থ প্রবন্ধ, পৃ. ৫৫
১০. তদেব, চতুর্থ প্রবন্ধ, পৃ. ৫৫
১১. তদেব, চতুর্থ প্রবন্ধ, পৃ. ৫৪
১২. তদেব, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ৪২
১৩. তদেব, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ৪২-৪৩
১৪. তদেব, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, পৃ. ৪৪
১৫. তদেব, পঞ্চম প্রবন্ধ, পৃ. ৫৯
১৬. তদেব, পঞ্চম প্রবন্ধ, পৃ. ৬০

Bibliography:

অশ্বিনী কুমার দাস (২০০৯), *স্বাধীনোত্তর পর্বে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অন্ত্যজ জীবন: তত্ত্ব, তথ্য ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা*, আলীগড়, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ
কাবেদুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জন জাতিগোষ্ঠী*, উত্তরণ প্রকাশন, ঢাকা
ফরিদ আহমেদ (২০১৫), *পল্লবিত পালামৌ এবং একজন সুরসিক সঞ্জীব*, ব্লগাড্ডা, অনলাইন আর্টিকেল
বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০২), *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
রণজিৎ কুমার সমাদ্দার (১৩৬২), *সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য*, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা
রাশেদ আলী (২০১৯), *সঞ্জীবচন্দ্রের গল্পে পালামৌ শহরের গল্প*, Roar বাংলা, অনলাইন আর্টিকেল
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৬), *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
শুভ্রজিৎ চ্যাটার্জী (২০১৪), *বাঙালির ভ্রমণ: একটি সমাজতাত্ত্বিক ভাষ্য*, প্রতিধ্বনি (A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science), ISSN: 2278-5264 (Online), Volume-II, Issue-IV, পৃ. ৩১-৪১
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৩৫২), *জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৫১), *কিরাত জন কৃতি*, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতা
সজনীকান্ত দাস (১৩৬৬), *বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সাংস্কৃতিকী* (১ম খণ্ড), বাক-সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৯২৩), *কোলের অধ্যয়ন*, কলকাতা রিভিউ, পৃ. ৪৫১-৪৭৩
স্টেফান সরেন, *বিপন্ন আদিবাসী কোল জনগোষ্ঠী*, নওরোজ কিস্তাবিতান, ঢাকা